



বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

প্রধান কার্যালয় : চাঁপাপর, কুমিল্লা-৩৫০০।

সেবা কার্যক্রম নির্দেশিকা
(বাণিজ্যিক)

সেবা কার্যক্রম নির্দেশিকা

ক. নতুন বাণিজ্যিক সংযোগ

০১। সংজ্ঞা :

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং হস্তচালিত/অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ বাণিজ্যিক শ্রেণীর আওতাভুক্ত হবে।

০২। কার্যপরিধি :

সংযোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত আংশীনার সম্মুখে বিতরণ লাইন বিদ্যমান থাকলে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হবে :

- প্রস্তাবিত আরএমএস কারখানার প্রধান ফটকের যে কোন পার্শ্বে ১০ মিটারের মধ্যে ও সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে অনধিক ০২(দুই) মিটারের মধ্যে অবস্থান এবং আরএমএস পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা সুগম্য হওয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিটি গ্রাহকের জন্য একটি স্বতন্ত্র সার্ভিস লাইনসহ মিটারিং ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- একই আংশীনায় একই মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকলে প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র সংযোগ গ্রহণ করতে হবে।

০৩। আবেদন পত্র সংগ্রহের পদ্ধতি :

- নির্ধারিত ব্যাংক/কোম্পানী হিসাব শাখায় টাকা ৩০০/- মাত্র জমা দিয়ে আবেদন পত্র সংগ্রহ করা যাবে।
- কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/গ্রাহক সেবা বুথ/ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার/ কোম্পানীর ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করে আবেদন পত্র সংগ্রহ করা যাবে।
- বিনামূল্যে সংগৃহীত আবেদন পত্র জমা প্রদানকালে ফি বাবদ টাকা ৩০০/- মাত্র পরিশোধ করতে হবে।

০৪। আবেদনপত্র জমাদান পদ্ধতি :

সংগৃহীত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নিম্নোবর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ সংশ্লিষ্ট জোন/ আঞ্চলিক/এবিকা/উপ-এবিকা কার্যালয়ে জমা দিতে হবে :

- আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ২(দুই) কপি সত্যায়িত রঙিন ছবি।
- হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি।
- জমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ হিসেবে দলিল/হোল্ডিং নং/পরচা/হালনাগাদ পরিশোধকৃত খাজনার রশিদ (যে কোন একটি)।
- ভাড়াকৃত স্থানে স্থাপিত হলে ভাড়ার চুক্তিপত্র (যাতে গ্যাস সংযোগ এবং বিল প্রদান সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ থাকবে)।
- প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের ৪(চার) কপি নক্সা।
- গ্যাস সরঞ্জামাদির কারিগরী ক্যাটালগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।
- আবেদনপত্র ক্রয় করা হয়ে থাকলে তার রশিদ।

০৫। ঠিকাদার মনোনয়নে করণীয় :

গ্যাস সংযোগ গ্রহণে অগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঠিকাদার মনোনয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ অনুসরণ করতে হবে :

- ঠিকাদারের তালিকা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রদর্শিত থাকবে।
- কোম্পানীর ওয়েব সাইট হতে কিংবা সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে কোম্পানীর অনুমোদিত ১.১ ক্যাটাগরীর ঠিকাদারের তালিকা এবং হালনাগাদ পরিচয় পত্র দেখে ঠিকাদার মনোনীত করতে হবে।
- পারিশ্রমিক বিষয়ে ঠিকাদারের সহিত লিখিত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
- সকল আর্থিক লেনদেন লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতঃ নিয়োজিত ঠিকাদারের স্বাক্ষর গ্রহণ করা।

০৬। সংযোগ প্রদানের ধাপ সমূহ :

- সংশ্লিষ্ট জোন/ আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত গ্রাহক সেবা বুথ/ ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার/ কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের সাথে সংযোজিত সকল কাগজপত্র চেকলিষ্টের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে আবেদন পত্র গ্রহণ পূর্বক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতঃ একটি ক্রমিক নাম্বার সম্বলিত প্রাপ্তি স্বীকার পত্র আবেদনকারীকে হস্তান্তর করবে। আবেদনপত্রের সাথে প্রদত্ত কাগজপত্রের ঘাটতি থাকলে তা আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।
- কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্তৃক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে জরিপ সম্পন্ন করা হবে।
- ক্যাটালগ অনুসরণক্রমে বয়লারসহ বিদেশ হতে আমদানীকৃত স্থাপনা এবং আকার/ আয়তনের ভিত্তিতে দেশীয় স্থাপনার লোড নির্ধারণ করা হবে।
- প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনা ঘাঁচ এর ভিত্তিতে মাসিক লোড ও ন্যূনতম লোড নির্ধারণ করা হবে। দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময়কাল ১৬ ঘণ্টার কম হলে মাসিক লোডের ৫০% এবং গ্যাস ব্যবহারের সময়কাল ১৬ ঘণ্টা বা এর বেশী হলে মাসিক লোডের ৬০% হিসেবে ন্যূনতম লোড/বিল ধার্য করা হবে।
- জরীপ/সম্ভাব্যতা যাচাই পরবর্তী ১৪ কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস সরবরাহের মঞ্জুরীপত্র/ অসম্মতিপত্র প্রদান করা হবে।
- আবেদনকারীকে মঞ্জুরীপত্রের শর্তাদি পালনের সম্মতি সূচক স্বাক্ষর পূর্বক জমা প্রদান করতে হবে।
- নির্ধারিত কমিশনিং ফি (বর্তমানে ১০০০/-) এবং জামানত বাবদ অর্থ প্রদান সংক্রান্ত চাহিদাপত্র পরবর্তী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় গ্রাহককে প্রদান করবে। বর্তমান নিয়মমতে নিম্নোক্ত হারে জামানত নির্ধারণ হচ্ছে :
 - ক) জমির মালিক নিজে গ্যাস সংযোগ নিলে ০৩ মাসের মাসিক সমতুল্য গ্যাস বিল।
 - খ) ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে ৬ মাসের মাসিক সমতুল্য গ্যাস বিল।
- গ্রাহক কর্তৃক চাহিদাপত্র (Demand Note) অনুযায়ী ব্যাংকে অর্থ জমাদান ও ঠিকাদার নিয়োগ পূর্বক নক্সা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমা দেওয়ার পর ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক নক্সা অনুমোদন করা হবে।
- গ্রাহকের সরবরাহকৃত মালামাল দ্বারা ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ করতে হবে। গ্রাহক কর্তৃক ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ কার্য সম্পাদনের উপর কোম্পানী কর্তৃক গ্যাস সংযোগ প্রদানের অগ্রগতির বিষয়টি নির্ভর করবে।
- নির্মিত পাইপ লাইনের চাপ পরীক্ষাকরণের লক্ষ্যে ঠিকাদারকে “টেস্ট সিডিউল” জমা দিতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার ৫ কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক চাপ পরীক্ষা করা হবে।
- গ্রাহক কর্তৃক কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিল করা।
- গ্রাহক কর্তৃক সিটি করপোরেশন /পৌরসভা /ইউনিয়ন পরিষদ /সড়ক ও জনপদ/ এলজিইডি /জেলা পরিষদ এর নিকট হতে রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে দাখিল করতে হবে।
- রাস্তা খননের অনুমতি পত্র পাওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহকের নিকট হতে গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্র সংগ্রহ পূর্বক সম্পাদন করতে হবে।
- চুক্তিপত্র সম্পাদনের পরবর্তী চার কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হবে।
- সার্ভিস লাইন নির্মাণের ১১(এগার) কার্যদিবসের মধ্যে ক্যাভিনেট ও প্রয়োজনীয় সীলকরণসহ আরএমএস স্থাপন এবং গ্যাস কমিশন করা হবে।
- সংযোগের প্রাক্কালে কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে মিটার কার্ড ও কমিশনিং কার্ড হস্তান্তর করা হবে।
- কোম্পানী কর্তৃক গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

০৭। অভিযোগ দাখিল করা :

অত্র নির্দেশিকায় বর্ণিত গ্রাহক সেবা যথাযথভাবে প্রাপ্তিতে গ্রাহক বধিগত হলে এবং গ্রাহক সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান/ ডিভিশন প্রধানের বরাবরে গ্রাহক অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারবেন। নিম্নে বিভাগ/ডিভিশনের ঠিকানা প্রদত্ত হল :

বিভাগ/ডিভিশন	কার্যালয়ের ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর
বিক্রয় বিভাগ, কুমিল্লা।	প্রধান কার্যালয়, চাঁপাপুর, কুমিল্লা	০৮১-৬৫৬৫৮
রাজস্ব বিভাগ, কুমিল্লা।	-ঐ-	০৮১-৬৮৫৭৯
রাজস্ব শাখা, কুমিল্লা।	-ঐ-	০৮১-৭৭৪৩০
বিক্রয় বিভাগ, নোয়াখালী।	ইসলামিয়া রোড, মাইজদীকোট	০৩২১-৬১৪০৫
রাজস্ব শাখা, নোয়াখালী।	নোয়াখালী।	০৩২-১৬১৬১১
মহাব্যবস্থাপক (বিপণন), কুমিল্লা।	প্রধান কার্যালয়, চাঁপাপুর, কুমিল্লা	০৮১-৬৫৩৭৪
মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)।		০৮১-৬৫৯৩৮
উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়), ব্রাহ্মনবাড়িয়া।	ঘাটুরা ব্রাহ্মনবাড়িয়া।	০৮৫১-৬২২৮৮ ০১৭৩০-৭০৭৩৭১

খ. গ্যাস সংযোগ প্রদানোত্তর কার্যক্রম :

০১। বিল প্রণয়ন ও পরিশোধ :

- প্রতিমাসের শেষে মিটার পাঠ গ্রহণ করা হবে।
- গৃহীত দুই মাসের মিটার রিডিং-এর ব্যবধানকে চাপ শুদ্ধি গুণনীয়ক দ্বারা গুন করে আদর্শ আয়তন হিসেবে গ্যাস ব্যবহার নিরূপন করা হবে।
- প্রকৃত ব্যবহার এবং মাসিক ন্যূনতম লোডের মধ্যে যাহা অধিক তাকে ট্যারিফ রেট দ্বারা গুন করে মাসিক বিল প্রস্তুত করা হবে।
- গ্রাহককে নির্ধারিত হারে আরএমএস/সিএমএস-এর মাসিক ভাড়া বিলের সাথে পরিশোধ করতে হবে।
- মাসিক বিল কোম্পানীর ব্যয়ে গ্রাহক বরাবরে প্রেরণ করা হবে।
- গ্রাহক যথাসময়ে বিল না পেলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে যোগাযোগ করে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করবে।
- বিল ইস্যু করার তারিখ থেকে ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে সারচার্জ ব্যতীত মাসিক বিল গ্রাহককে নির্ধারিত ব্যাংকে পরিশোধ করতে হবে।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিল পরিশোধ না করা হলে বার্ষিক ১২% হারে সারচার্জ প্রদান করতে হবে।

০২। গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ প্রদান :

- বিল ইস্যু করণের ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করা না হলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে।
- বিচ্ছিন্নের পর পুনঃসংযোগ গ্রহণ করতে হলে বকেয়া গ্যাস বিল সহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ ফি (বর্তমানে ১০০০/-) ও পুনঃসংযোগ ফি (বর্তমানে ৫০০০/-) পরিশোধ করতে হবে।

০৩। গ্যাস সংযোগ স্থায়ী বিচ্ছিন্ন :

- অবৈধভাবে স্বতন্ত্র সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হলে।
- পরিত্যক্ত রাইজারের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করা হলে।
- যে কোন উপায়ে মিটার বাইপাস করে গ্যাস কারচুপি করা হলে।
- তিনবার আরএমএস-এ অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হলে।
- সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পুনঃসংযোগ গ্রহণ করা না হলে।

০৪। লোড হ্রাস-বৃদ্ধি :

- কারিগরী ব্যাখ্যা ও ক্যাটালগসহ গ্রাহক লোড হ্রাস/ বৃদ্ধি/ পুনঃনির্ধারণ ও স্থাপনা রদবদলের আবেদন করতে পারবেন।
- আবেদনের ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পরিদর্শন পূর্বক অনুমোদন/অননুমোদনের বিষয়টি লিখিতভাবে গ্রাহককে অবহিত করা হবে।
- অনুমোদিত হলে আরোপিত সকল শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে লোড পুনঃনির্ধারণ/স্থাপনা রদবদল করা যাবে।

০৫। রাইজার স্থানান্তর :

- বকেয়া ও প্রযোজ্য ফি পরিশোধ স্বাপেক্ষে কোম্পানীর অনুমোদনক্রমে ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে রাইজার স্থানান্তর করা যাবে। প্রয়োজনে গ্রাহককে রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহ পূর্বক দাখিল করতে হবে।

০৬। মালিকানা / নাম পরিবর্তন :

- পূর্বের মালিক/মালিকগণের কোন বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ পূর্বক নির্ধারিত ফি (বর্তমানে ৪০০০/-) প্রদান পূর্বক মালিকানা / নাম পরিবর্তনের আবেদন করা যাবে।
- নতুন মালিকের স্বপক্ষে সত্যায়িত করা (নোটারী পাবলিক) দলিল/হোল্ডিং নম্বর/পরচা/হালনাগাদ পরিশোধকৃত খাজনার রশীদ (যে কোন একটি) জমা প্রদান করতে হবে।

০৭। মালামাল চুরি / ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া :

- আরএমএস এর সরঞ্জামাদি কিংবা উহার কোন অংশ চুরি হলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত/হারানো উপকরণের মূল্য ও স্থাপিতব্য মালামালের মূল্য গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে।

০৮। অবৈধ কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য :

- প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর বা দ্রুতগতি সম্পন্ন হলে কোন জরিমানা আরোপ ব্যতিরেকে এক মাসের বিল সংশোধন যোগ্য হবে।
- মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ কিংবা অন্য কোন উপায়ে গ্যাস কারচুপি করা হলে গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী এর আলোকে অনুমোদিত/প্রত্যাশিত লোডের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে গ্যাস বিল সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা এবং মিটারের মূল্য আদায় করা হবে :
 - গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের ১২ মাস পূর্ব হতে অতিরিক্ত বিল।
 - জরিমানা হিসেবে অতিরিক্ত বিলের ৫০%।
 - মিটার বাতিল হলে উহার এবং প্রতিস্থাপিত মিটারের মূল্য।
 - মিটারের সঠিকতা পরীক্ষার সময় গ্রাহক বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন।

০৯। প্রত্যয়ন পত্র :

- সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের বকেয়ার প্রত্যয়ন পত্র (৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিশোধিত) সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক/এবিকা/উপ-এবিকা কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুত পূর্বক কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পরবর্তী বৎসরের ৩০ শে জুনের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হয়।
- কোন গ্রাহকের গ্যাস বিল বকেয়া থাকলে প্রত্যয়নপত্রে বকেয়ার সময় ও বকেয়ার পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

- কোন গ্রাহক প্রত্যয়নপত্র না পেয়ে থাকলে গ্রাহক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করতে পারবেন।
- কোন গ্রাহক বিল পরিশোধ করেছেন অথচ প্রত্যয়নপত্রে বকেয়া দেখানো হলে গ্রাহক বিল বই সহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যয়নপত্র সংশোধন করতে পারবেন।

১০। জরুরী সার্ভিস প্রদান :

- গ্যাস লিকেজ বা লিকেজ হতে সৃষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা বা জরুরী গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করার প্রয়োজন হলে কোম্পানীর কুমিল্লা শহরের জন্য জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রন শাখায় যোগাযোগ করতে হবে। সার্বক্ষণিক চালু কেন্দ্রের ফোন নম্বর কুমিল্লা- ০৮১-৬৫০৭৪।

আঞ্চলিক বিক্রয় এলাকা :

আঞ্চলিক বিক্রয় বিভাগের আওতাধীন গ্রাহকগণ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিক্রয় বিভাগ/শাখা/উপ-শাখায় যোগাযোগ করে উল্লিখিত জরুরী সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

বিভাগ	টেলিফোন নম্বর
বিক্রয় বিভাগ, নোয়াখালী	০৩২১-৬২০৩১
বিক্রয় বিভাগ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	৫৮৫৯৮
এবিকা, ফেনী	০৩৩১-৭৪৭১৭
এবিকা, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩০৮২
এবিকা, লক্ষ্মীপুর	০৩৮১-৫৫০৪৬
উপ-এবিকা, লাকসাম	০৮০৩২-৫১৫০৭
উপ-এবিকা, দেবিদ্বার	০৪৪৩-৩৩৬০৮৯২
উপ-এবিকা, গৌরীপুর	০৪৪৩-৩৩৬০৮৯৩

- অভিযোগ প্রাপ্তির পর যথাযথভাবে রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিকারের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- যথাসময়ে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রতিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিযোগ রেজিস্টার নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা প্রতিসপ্তাহে একবার চেক/পরীক্ষা করবেন।

১১। গ্যাস বিল / অন্যান্য ফি পরিশোধের জন্য নির্ধারিত ব্যাংক :

সোনালী ব্যাংক / জনতা ব্যাংক / রূপালী ব্যাংক / অগ্রনী ব্যাংক / উত্তরা ব্যাংক / কৃষি ব্যাংক / বেসিক ব্যাংক / ইউ.সি.বি.এল / প্রাইম ব্যাংক / আইএফআইসি ব্যাংক / আরব বাংলাদেশ ব্যাংক / পুবালী ব্যাংক / সিটি ব্যাংক / ন্যাশনাল ব্যাংক / ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক/ ওয়ান ব্যাংক / ট্রাস্ট ব্যাংক / হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংক / স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক / এক্সিম ব্যাংক / ডাচ-বাংলা ব্যাংক / সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক।

১২। গ্রাহকের জ্ঞাতব্য :

গ্রাহকের আবেদন পত্র গ্রহণের পর নির্ধারিত ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ/পর্যায়ে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হবে যদি গ্রাহকের করণীয় বিষয়ে কোন পর্যায়ে বিলম্ব না করা হয়।

